
শারদ
নীল আকাশ
২০১১



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুভাষ মুখার্জী

স্ক্যান ঃ ইলা কুণ্ডু

এডিট ঃ সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

নীল আকাশ ছোটদের
৮ম বর্ষ
উৎসব সংখ্যা ১৪১৮
অক্টোবর ২০১১

তোমাদের জন্য

প্রিয় ছোট্ট বন্ধুরা,

ভাল আছতো? আশাকরি সব্বাই ভালো আছো। সবাই তোমরা এখন নিশ্চয়ই আনন্দে মেতে আছো। বাংলা ও বাঙালীর প্রিয় উৎসব — শারদোৎসব, কিছুদিন আগেই হয়ে গেল আরেকটি উৎসব ঈদ্।

বাংলার গ্রামে গ্রামে মায়ের আরাধনা, ঢাকের বাজনা, আগমনী গান, শিউলির সু-ঘ্রাণে বাতাস মাতোয়ারা, কেউবা তোমরা ঘুরতে যাচ্ছ, কেউবা বাড়িতে মা-বাবার সঙ্গে আনন্দ করছো। এই সময়টায় মনে হয় — "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা"। তবু মানা তো থাকেই বলো! হাজারটা মানা। তবে পুজোর ক'টা দিন — কোন নিষেধ নেই। "বাঁধ ভেঙে দাও"। কারন 'প্রাণে খুশির তুফান ...' লেগেছে। তাই সবাই মিলে — সবাইকে নিয়ে আনন্দ করো। ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা সহ —

সুভাষ মুখোপাধ্যায় * রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস



এই সংখ্যায় ছড়া - কবিতা - গল্প - লিমেরিক - জানতে হবে

তোমাদের জন্য যাঁরা লিখেছেন .....

* ভবানীপ্রসাদ মজুমদার - বিশ্বকবি বাঁচার ছবি
* মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় - পাখি পাখি অনেক পাখি
* সুনীতি মুখোপাধ্যায় - একটা লেখা, তালে তালে
* শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ - একগুচ্ছ লিমেরিক
* অমল ত্রিবেদী - প্যাঁকলা
* রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস - কাকার কাণ্ড
* অমিতকুমার দে - সারা আকাশ আমার বাড়ি
* শঙ্খশুভ্র পাত্র - আবিষ্কার
* স্বপন পাল - কথা-কল্প-কুট্টুস
* কাজী মুরশিদুল আরেফিন - অদ্ভুতুড়ে
* পার্থপ্রতিম আচার্য - একটু গ্রামে
* বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস - দায়ে পড়ে সমাজসেবা
* অসিত দত্ত - আয়না
* তপনকুমার বৈরাগ্য - এই ঋতুটা
* পবিত্র চট্টোপাধ্যায় - শারদ ছবি
* স্মরজিৎ বিশ্বাস - মা ও মেয়ে
* তপন কুমার দাস - ছড়ার জন্য

আরও পত্রিকা তোমাদের জন্য :

তিতলি * কচি কাঁচার মুক্ত আলো * টুকলু * পরত * ছোটদের সোনার খনি * ছোট নদী * ফজলি * অভিনব অগ্রণী * লালপরি নীলপরি * ডিংডং পিংপং * একমুঠো খোলা আকাশ * কু-ঝিক-ঝিক

কবি বন্ধুদের প্রতি :

১. নববর্ষ-সংখ্যার জন্য লেখা পাঠান জানুয়ারী, ২০১২-র মধ্যে।
২. ছড়া, গল্প অগ্রাধিকার।
৩. ছোট ছড়া Post Card -এ পাঠানো যাবে।
৪. শারদীয় সংখ্যার জন্য - জুলাই মাসের মধ্যে লেখা পাঠাতে হবে।

* সুদীপ্ত বিশ্বাস - ভেজাল
* সতীনাথ বৈরাগ্য - ভালোবাসা বাঁধা থাকে
* মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ - স্মৃতি জুড়ে
* তুলসী বসাক - নীচু জাত
* বিষ্ণু সামন্ত - রাখাল ছেলে
* শিবাশিস্ দন্ড - ভুতো রুগীর ভদ্রতা
* শিবুভূষণ দাস - এবার পুজোয়
* বিমল মৈত্র - পঞ্চপদী ভাবায় যদি
* বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে - পশুপাখির ভোর
* দেবপ্রসাদ বিশ্বাস - আমরা চলি ভেসে
* সুমিত কুমার বেরা - কুষ্ঠি বিচার
* প্রদীপ কুমার রায় - ভূত পেতনীর রাজ্যে
* নিতাই চন্দ্র রজক - ভূত কথা
* সুচিত চক্রবর্ত্তি - স্মৃতি
* বিকাশচন্দ্র দাস - ঝামেলা
* কনক ঠাকুর - আকাশকে
* সুকান্ত সরকার - আমার কথা
* রামচন্দ্র ধাড়া - দুর্গা আসেন
* চঞ্চল নস্কর - ট্যাঁপা
* সোমনাথ চক্রবর্তী - পাঁচু গোপাল
* বাপ্পা দত্ত - তুমি নজরুল
* জানতে হবে
* মালিপাখি

আর একটা পথ জুড়ে
পারুল বোনের দেশে
বহুরূপী, মাছকে ভাবেন পাখি
হাতি কথা, তোমারই জয় হোক
পরচুলাটি খুঁজতে গিয়ে
রাকা বললে, জবাব বটে
ঘোড়ার জবাব

প্রচ্ছদ : সু. মু, বিনিময় ২০ টাকা, ধুবুলিয়া রেলবাজার, ডাক : ধুবুলিয়া, নদিয়া, প: ব: ৭৪১১৩৯, ফোন ৯৪৭৪৬১১৭১১, ৯৪৩৪৪১৯৮৩৩

বিশ্বকবি বাঁচার ছবি

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

সকাল-দুপুর-বিকেল-গোধূলি-সন্ধ্যা-রাত
পলে-অনুপলে রবীন্দ্রনাথ ... রবীন্দ্রনাথ,
পাহাড়-সাগর-ঝরনা-নদী-জলপ্রপাত
বলে, শুধু বলে, রবীন্দ্রনাথ ... রবীন্দ্রনাথ,
বিশ্বকবি, তোমাকে ছাড়া তো সব অনাথ।

শকুন-শ্বাপদ বিপদ-আপদ দেখালে দাঁত
এগিয়ে আসেন রবীন্দ্রনাথ ... রবীন্দ্রনাথ,
ধৈর্য-সাহস-মনোবল ভেঙে হলেই কাত
মধুর হাসেন রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
সেই হাসিতেই বিঘ্ন-বিপদ সব ধূলিসাৎ।

পেরোতে আঁধার বিঘ্ন-বাধার, দুখের খাত
থাকো, বুকে থাকো রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
দোলাতে হৃদয়, ভোলাতে বিভেদ, ধর্ম-জাত
আঁকো, সুখে আঁকো রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
তোমার ছোঁয়ায় বুকেতে সুখের বৃষ্টিপাত।

করতে পৃথিবী হাসি-খুশী-সুখ-মজাতে মাত
চাই, কাকে চাই? রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
দীন-দুখীদের জোটাতে ভরসা, ওঠাতে হাত
পাই, তাঁকে পাই রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
তোমাকে দেখেই দস্যু লুকোয় দম্ভ-দাঁত।

নিঃস্ব বিশ্ব, ফোটাতে দৃশ্য, ফোটাতে ভাত
হাসাতে-শাসাতে রবীন্দ্রনাথ ... রবীন্দ্রনাথ,



তোমার সুরেতে সকলের মন খুশীতে মাত।
এপার-ওপার ভরাতে ব্যথার বৃথা তফাত
সাঁকো, জোড়া-সাঁকো ; রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
শিশুকে শিশুকে যীশুকে যোগাবে কে পারিজাত?
ডাকো, তাঁকে ডাকো, রবীন্দ্রনাথ   রবীন্দ্রনাথ,
তোমাকে ছাড়া তো কাটবে না কবি এ কালো-রাত।

পাখি পাখি অনেক পাখি

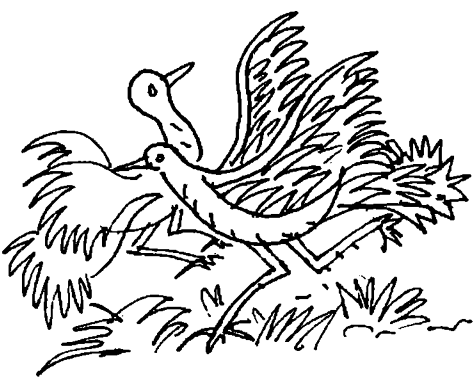
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

একটা পাখি গান গাইলে
আর এক পাখি উড়ে —
অন্য পাখি চুপ করে রয়
দুঃখে মাথা খুঁড়ে।

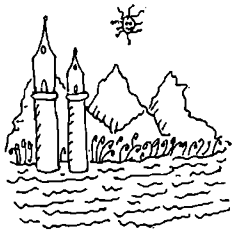
একটা পাখি শিষ দেয় আর
আর এক পাখি নাচে —
অন্য পাখি ঠোঁট ঘঁসে তার
বসে শিরিষ গাছে।

একটা পাখি সাদা রঙের
আর এক পাখি নীল —
অন্য পাখি ঝাঁপিয়ে পড়া
ছোঁ মারা এক চিল।

পাখি পাখি অনেক পাখি
কোনটা কেমন ভাবি?
কোন্ পাখিটার সঙ্গে আছে —
আকাশ ঘরের চাবি?



সুনীতি মুখোপাধ্যায়-এর দুটি ছড়া



একটা লেখা

একটা কিছু লিখব, এটা
ভাবলে তবে লেখা যায়,
যেমন ক'রে শেখার ইচ্ছে
থাকলে তবে শেখা যায়।
লেখার বিষয় ছড়িয়ে আছে
মাঠ-নদী-বন-পাহাড়ে,
পথের পাশে ভিড় করেছে
ঘাস-ফুলেরা বাহারে,
তা'দের মাঝে নীল মাছিটা
দুলছে দোদুল-দুল গো,
তা'কেউ যেন দেখতে লাগে
ঘাসের আগায় ফুল গো,
ওরাই যদি মনটা তোমার
ভাবনাতে দ্যায় দুলিয়ে,
দেখবে, তখন সাত-সতেরা
কাজের কথা ভুলিয়ে —
লিখিয়ে নেবে একটা কিছু
কথার মিলে সাজানো,
শুনতে পাবে নিজের মনে
ছন্দ-তালে বাজানো।
আর তা'হলেই সেই সুরেতে
যাবেই তুমি হারিয়ে,
অনেক লেখা তোমার দিকে
আসবেই হাত বাড়িয়ে।

তালে তালে

তাল খেতে ভালো লাগে,
কচি তাল, বড় তাল,
চাকা নাকি থেমে যায়
ডেকে দিলে হরতাল।
মিঠু বলে, ভালো লাগে
চৌ-তালে গাইতে,
মাঝি পারে দাঁড় নিয়ে
নৌ তালে বাইতে।
বে-তাল হলেই গান
বাজে লাগে শুনতে,
ধুনুরিকে তালে তালে
হয় তুলো ধুনতে।
তাল পেলে অনেকেই
সুযোগ তো ছাড়ে না,
করতাল বাজে ভালো,
সবাই তা পারে না।
কোন্ তাল, খেতে নয়,
যেতে চায় সকলে?
বললে বুঝবো, তোর
ভূগোলটা দখলে।
'সে-তাল নৈনিতাল'
বলে দিল' অম্বর,
তাহলে ও পেয়ে গেল
দশে দশ নম্বর।

একগুচ্ছ লিমেরিক

শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ

(১)

কালকে আছে জগন জানার জন্মদিনের পর্বটি
বাজার থেকে তাই আনলাম পটল ঝিঙে বরবটি
কোথায় গেলি পুন্নি, পুরি?
ওই চেয়ে দেখ বাঁশের ঝুড়ি
রাখবি কেটে আনাজগুলো এই নে দিলাম ধর বঁটি।

(২)

যাচ্ছি পথে ভোরের বেলা বাঘ দেখলাম কী ভীষণ
সেই বাঘকে বশ মানালো আমার বন্ধু বিভীষণ
তারপরে কী ঘটল শোনো
বাঘ বলল - সময় গোনো
সামনে আছে ইউনিট টেস্ট করব পড়া রিভিসন।

(৩)

ছড়িয়ে ডানা রঙিন পাখি বসল যখন গাঁদার বনে
একটা ছোট ইচ্ছে জাগে দাঁড়িয়ে থাকা গাধার মনে
ইচ্ছে মানে গান
গাইবে অফুরান
গাইল তবে শুনল না কেউ, কেবল গাধার ফাদার শোনে।

(৪)

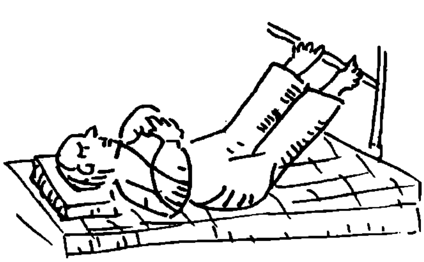
আমল তখন ইংরেজ নয় সুলতানি
সত্যি এটা একটুও নয় গুলতানি
দুধের হল আকাল
রাখল সবাই রাখাল
দুধের জন্যে পুষল গরু মুলতানি।



প্যাঁকলা

অমল ত্রিবেদী

পটকা ফাটায় পাশের বাড়ির
দুষ্টু ছেলে প্যাঁকলা,
সন্ধে বেলায় ছাতের ওপর
অন্ধকারে একলা।
হঠাৎ বাজি ফাটলো দুড়ুম
আওয়াজ হল জোরে,
চমকে উঠে প্যাঁকলা ছাতে
আছাড় খেল ঘোরে।
কালিপটকার প্যাকেটখানা
ছিটকে পড়ে আগুনে
দুম দুমা দুম ফাটলো যে সব
এইতো দশই ফাগুনে।
এমন আলো এমন আওয়াজ
প্যাঁকলা ভয়েই কাবু,
ডান্ডা হাতে ছাতে ওঠেন
ওরই জ্যাঠাবাবু।
তারপরে যা ঘটলো ছাতে
বলবো কি আর ভায়া,
প্যাঁকলা শুয়ে বিছানাতে
দেখলে লাগবে মায়া!



কাকার কাণ্ড

রমেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাস

আমার কাকা চাকরি করেন
কলকাতার এক অফিসে,
দৌড়ে দৌড়ে ট্রেন ধরা তার
দাঁড়িয়েছে এক অভ্যাসে।

ওঠেন তিনি বেশ সকালে,
থাকে না তার তাড়া,
অফিস যাওয়ার আগে তিনি
মাতিয়ে তোলেন পাড়া।

চেয়ারে বসে খোঁজেন তিনি,
কোথায় গেল কাগজটা?
কাকিমা বলেন, আর পারিনা,
ঝক্কি তোমার হাজারটা।"

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও
কেউ পেলনা কাগজটা,
কাকা বলেন, "আজকে আমার,
অফিস যাওয়ার বারোটা।"

হঠাৎ বোকা বোকা হাসি,
দেখি কাকার চোখে মুখে,
কাগজ পেতে বসেই উনি
আছেন মনের সুখে।

সারা আকাশ আমার বাড়ি

অমিত কুমার দে

নীল কুয়াশার চাদর পরে রোদের আদর মাখতে গায়ে
ধানের ক্ষেতে আসলো কে তা চোখ মেলে আজ দ্যাখ না চেয়ে।
নরম নরম ঘাসগুলো সব নাচতে থাকে আলতো বায়ে
শিশির দিয়ে স্নান সেরে তাই লাফিয়ে পড়ে শিউলি-মেয়ে!

সাদা তুলো চুলের ওপর, পেঁজা পেঁজা নক্‌সা আঁকা
এক ছুটে যাই ধানের মাঠে, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা!
আবছায়ার এক ঘোমটা টানা, চোখদুটো তার ঘুমেই ঢাকা
আমার হাতে কাস্তে আছে, চাঁদের মতো একটু বাঁকা!

ধান পেকেছে নরম ক্ষেতে, ধান যেন নয় - খাঁটি সোনা
গাছগুলো সব প্রণাম জানায়, কারণ তারা আমার বোনা!
ধানের পাতায় হাত রাখি যেই, একখানা গান যায় যে শোনা
সমস্ত ক্ষেত একতারা হয়, আমায় বলে - "বাউল হ না!"

আমি তখন পাগল বাউল, ক্ষ্যাপা-বাউল গান ধরেছি
আমি তখন আমার পায়ে ঘুঙুরগুলো ঠিক পরেছি
আমি তখন ক্ষেত পেরিয়ে মেঘের দেশে দিচ্ছি পাড়ি
সঙ্গী আমার নীল কুয়াশা, সারা আকাশ আমার বাড়ি!



আবিষ্কার

শঙ্খশুভ্র পাত্র

এই যে আকাশ, গাছপালা, ফুল
দেখে কি রোজ হচ্ছি আকুল?
কোথায় বিস্ময়!
চিন্তা করতে করতে কিন্তু
অনেক কিছু হয়।
সবার আগে এটাই বলি,
হতেই হবে কৌতূহলী
করবে তুমি জয়।
চর্চা কর নিজে নিজেই
কীসের এত ভয়?
রহস্যের সামনে দাঁড়াও
শক্ত কর মুঠি
বিজ্ঞানের মূলে আছে
তীব্র অনুভূতি
জাগাও তাকে বুকের ভিতর
জাগাও তাকে চোখে
একটা কিছু আবিষ্কার
হতেই পারে ঝোঁকে।

কথা-কল্প-কুটুস

স্বপন পাল

রাজার জামাই বঙ্গ বাঘ
তারস্বরে ডাকছে নাক!
বাজিয়ে কাঁসর গাধার ছা
কোষাগারে মারছে ঘা!

মন্ত্রী বানর সান্ত্রী শেয়াল
হেঁড়ে গলায় গাইছে খেয়াল!
ছয় বিদেশী সাদা ভালুক
কিনবে যে কাল রাজার তালুক
রাজবাড়ীতে আলসে আয়েস
সিংহীরানি রাঁধেন পায়েস!!



অদ্ভুতুড়ে

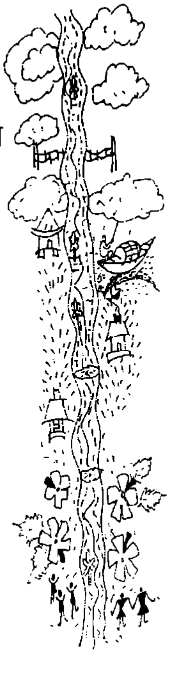
কাজী মুরশিদুল আরেফিন

আলতাখালির চালতা গাছে
ভূতের খাসা বাড়িতে
পেত্নি দুটো রান্না করে
একটা ফুটো হাঁড়িতে।

কামতাপুরের ভূতের মামার
মুখটা ভরা দাড়িতে,
চালতা খেয়ে বাড়ছে ব্যথা
মামার দাঁতের মাড়িতে।

জলদি ক'রে হলদি বাড়ির
বদ্যি এল গাড়িতে,
সূঁচ ফোটানোর ভয়ে পালায়
ভূতটা তাড়াতাড়িতে।

পেত্নি দুটো ছুটে গিয়ে
ডায়েরি করে ফাঁড়িতে,
ব্যাপার দেখে বদ্যিবুড়োর
ভিরামি লাগে নাড়িতে!



একটু গ্রামে

পার্থপ্রতিম আচার্য

একটি পুকুর একটু গাছের ছায়া
একটি গরু তাড়ায় লেজের মাছি,
একটু বাতাস একটু ছবির মায়ায় —
অন্য গ্রামে আমরা সুখেই আছি।

পাচ্ছি কেমন আকাশভরা তারায় —
সন্ধ্যা হলে প্রদীপজ্বালা আলো ;
বাঁশের বনে নরমমাটি কাদা
পথের বাউল আখর শোনায় ভালো।

স্কুলের ঘরে সময় কাটে মজায়
একটি বুড়ো ওড়ায় মাঠে ঘুড়ি,
কেউ জানেনা একটু সময় পেলে -
দরজা খোলে চরকাটা বুড়ি।

শিশির ভোরে শিউলি ঝরে হাতে
পাতায় পাতায় পাখির হাঁটা চলা,
একটু গ্রামে ক্রিকেট খেলি যদি?
হচ্ছে নাকি সত্যি বেশি বলা!



দায়ে পড়ে সমাজ সেবা

বিনয়েন্দ্র কিশোর দাস

সমীর, 'আমি দীপু বলছি।' —'বল'। — 'কাল সকাল ন'টায় ঘরে থাকবি। সেজে-গুঁজে। —'কেন?' কোথায় নিয়ে যাবি?—'যাবো না রে ইটিভি আসরে, তোর সাক্ষাৎকার নিতে।

'পাগল! কাল যে পিকনিকের মিটিং, তুইও আয়'।

— 'শোন, ছেলেমানুষীর একটা সীমা আছে। তোর কোন ওজর শুনবো না। ঘরে থাকবি, ব্যস্।'

— 'হঠাৎ সাক্ষাৎকার কেন?'— 'শোন আমি পরশু রাতে এসেই বাবা-মার কাছে সব শুনলাম। আমি থ। হিন্দু, মুসলমান, পাঞ্জাবী, জৈন, গুজরাটি, বিহারী সবার মধ্যে দারুণ মিলন এনে দিলি। বলা যায় জাতীয় সংহতি।

— 'তার মানে?'

— ত্রিশটা পরিবার মিলে একটা বিবাহযোগ্য নাতনির বৃদ্ধ দাদু দিদার পাশে যেভাবে দাঁড়ালি। বর দেখা থেকে কনে বিদায়, যেভাবে করে দিলি এতো এক দারুণ কাজ - ইতিহাস রচনা রে! সবের মুলে তুই। তোকে স্বাগত জানাবো না তুই ভাবলি কি করে?'

— আসল কথা শোন তবে। — 'বল'।

— দাদুর আদুরে নাতনি সকালে তিনঘন্টা রাতে তিনঘন্টা ময়ূরকণ্ঠী গলায় গলা ফাটিয়ে গান করছে। ছ'মাস ধরে। ভ্যারাইটিস গানের বেসুরো চিৎকার বলতে পারিস। পাড়ার বৃদ্ধদের প্রেসার বাড়ছে, পড়ুয়াদের পড়া ডকে উঠেছে, কর্মক্লান্তদের বিশ্রাম উবে গেছে। ছোট্ট পাড়াটা পাগল হয়ে যাবার দশা।

— তাই আমার প্রস্তাবে সব্বাই উঠে পড়ে লেগে নাতনিটার বিয়ে দিয়ে দিলাম। বলতে পারিস দায়ে পড়ে প্রতিবেশী সেবা। আমরা দাদুর কাছে ত্রিশ হাজার টাকা পাই। বলেছেন শীঘ্রই দেবেন। দিলে ভালো, না দিলেও নো ক্ষতি, শব্দ দূষণ থেকে তো বাঁচা গেল সামান্য অর্থের ও খাটনির বিনিময়ে। প্লিজ ইটিভি কে আনিস না, প্লিজ, প্লিজ।'

আয়না

অসিত দত্ত

মনে মনে আজ এই সন্ধ্যায় যতোবারই বলছি, আয়না, আয় না — সে কিন্তু মোটেই আসছে না।

কার কথা বলছি? সেটা একটা হাস্যরহস্যই বটে! মনে মনে চুপ কথার টেলিফোনটাকে দেখে দেখে ভাবছিলাম, আয় না! আয় না! এলে বেশ ভালোমতন আরাম হয়। অথচ ঠিক এই চাওয়াটাই পাওয়া যাচ্ছেনা এই মুহূর্তে, যার ইংরেজি নাম হলো 'কল'। বাংলা করে বলতে পারি 'ডাক'। ডাক আসছে না, ডাক পাঠাতেও পারছিনা মানে ডাক দিতে পারছিনা। ডাক ও তার বিভাগ এখন এমনই অকর্মন্য হয়ে আছে।

মনে মনে গালি গালাজ মন্দ করলে কি হবে? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আশ্চর্যভাবেই ভালো হয়ে গেল আমার মনটা, ফোনটা যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বেজে উঠলো। তার মানে দেহ-রাখা ফোনটা যেন হঠাৎই জেগে উঠলো। মৃতরাও জীবিত হয়!

'দেখি তো কে! ফোন বিভাগের লোক হলে কোনো কথা নেই। হয়তো ফিতে করে রাখা শব্দাবলী বাজাবে, বলবে, আপনার বিল এত হয়েছে, অতো তারিখের মধ্যে ইত্যাদি নইলে অবহেলা করুন, কিম্বা বলবে, আপনার

ফোন ঠিক হয়ে গেল ইত্যাকার।

না ওসব অবহেলার ব্যাপারই নয়। ফোনটা করেছে আমার কন্যাপ্রতিমা জয়া। তার রিনরিনে মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর শুনেই বুজলাম, এটা আমার জয়-মার ফোন।

— বাপি?

— হ্যাঁরে, জয়া?

— কি করছিলে তুমি বাপি?

— কি আর করবো, তোর ফোনটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। মনে মনে বলছিলাম, আয় না ! আয় না !

জয়া বিশ্বাস করলো না। কপট উষ্মায় বলেই ফেললো —

— একদম বাজে কথা! তুমি মোটেই ফোন করো না আমাকে —

— এই তো তোকে ফোন করছি, মানে তুই আগে করেছিস, আর আমি তারপরে এখন করছি —

এই কথায় জয়ার মিষ্টিমধুর কলহাসিরব শুনে আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।

কতো কথা হলো আমার এই কন্যাপ্রতিমার সঙ্গে। আমি নাকি বাক্য হারা, স্বল্পবাক। বেশি কথা বলি না কারোর সঙ্গে। টেলিফোনে তো একে করেই নয়। তবে আমার এই কন্যাপ্রতিমার কথা আলাদা। তার সাথে কথা বলতে পেরে আমার ভালো লাগে এবং সে-ও জানে কি করে কথা বলতে হয় এবং কেমন করে কথা আদায় করে নিতে হয়। আমি নিজেও অবাক হই কথার পৃষ্ঠে কেমন করে আমার ভেতরাত্মা কথাগুলো জোগান দিয়ে যায়।

তাই বলছিলাম, এখন আমার ল্যাণ্ডসেটটাকে আয়না বলে মনে হচ্ছে। পরিচিত আপনজনেদের মনের দর্পন যেন! কে, কতোখানি আন্তরিক আর অনান্তরিক তার ও একটা আরশিপনা বোঝা যায়। ভাগ্যিস, আয় না, আয় না করছিলাম এতক্ষণ।

এই ঋতুটা

তপন কুমার বৈরাগ্য

একটি ঋতুর সবুজ বরণ
শিউলী ফুলের হাসি,
মেঘ-মেদুরের বাতাস থাকে
তাহার পাশাপাশি।

একটি ঋতুর পায়ে পায়ে
বাজে শিশির নূপুর
এই ঋতুটার মিষ্টি আলো
আছে টাপুর-টুপুর।

একটি ঋতুর টুক্‌টুকে লাল
শাপলা-শালুক গলায়
পদ্মদিঘির পদ্মগুলি
নীল আকশের তলায়।

একটি ঋতু সাদা মেঘের
ভেলায় ভেসে থাকে,
এই ঋতুটা বাংলাদেশের
মিষ্টি ছবি আঁকে।

একটি ঋতু জোনাক জোনাক
চন্দমনির ফুল
এই ঋতুটার কানে দোলে
সাদা কাশের দুল।

একটি ঋতুর জল্‌টল্‌মল্
ভরা নদীর গীতি
এই ঋতুটা শরৎ ঋতু
ছড়ায় মানব প্রীতি।

শারদ ছবি

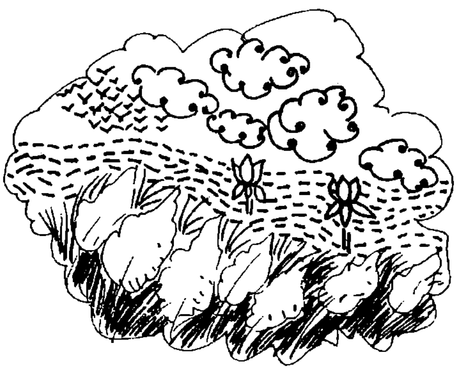
পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

জল থই থই শারদ নদী
কিসের ছবি আঁকো?
এপার থেকে ওপার যাবে
তাই এঁকেছি সাঁকো।

মনের সুখে পেরিয়ে এসে
তোমার সাঁকো বেয়ে,
দেখতে পেলাম কাশের মাঠে
উঠছে বাতাস গেয়ে।

রোদ ঝলমল নীলচে আকাশ
কিসের খবর দিলে,
সব শিশুকে বলছো যেতে
শালুক কুলের ঝিলে।

নদীর ঘাটে, ভীড় জমেছে
শিউলী পড়ে টুপ
হাজার শিশু বলল নেচে
জ্বালো পূজার ধূপ।



মা ও মেয়ে

স্মরজিৎ বিশ্বাস

খুকুর ডাকে মা এসেছে বেগে।
কী হয়েছে? আছিস কেন রেগে?
পুতুল কী তোর ভেঙে গেছে
আলমারিতে লেগে।

খুকি বলে, দেখ না মা চেয়ে —
খেলছে শুধু, খেলনা হাতে পেয়ে।
পড়ার কথা বললে কাঁদে
এমন পাজি মেয়ে।

মা হেসে কয়, অনেক খেলা হল
খেলনা পাতি যত্ন করে তোলো।
অঙ্ক খাতা নিয়ে এসে —
বারোর পাতা খোলো।

খুকু বলে, তুমি কেমন মাগো!
নিজের মেয়ের অঙ্ক নিয়ে রাগো।
আমার মেয়ের হয়নি সারা
একটা বিয়োগ ভাগও।

ছড়ার জন্য

তপনকুমার দাস

ছড়ার জন্যই ফুল ঝরে ফুল ফোটে
ছড়ার জন্যই হাজার পাখির ডাক
ছড়ার জন্যই এতো হাসি ঠোঁটে
ছড়ার জন্যই মৌমাছি মৌচাক,
ছড়ার জন্যই মেঘের আনাগোনা
ছড়ার জন্যই প্রেমপ্রীতির বন্ধন
ছড়ার জন্যই ঢাকের আওয়াজ শোনা
ছড়ার জন্যই ভিজে ওঠে চন্দন,
ছড়ার জন্যই তেপান্তরের মাঠ
ছড়ার জন্যই ভাঙাপুকুর পাড়
ছড়ার জন্যই শুক্রবারের হাট
ছড়ার জন্যই এক দুই তিন চার,
ছড়ার জন্যই দুচোখে নেই ঘুম
ছড়ার জন্যই বিদ্যুৎ চমকায়
ছড়ার জন্যই চারদিক নিঃঝুম
ছড়ার জন্যই বুকে ব্যথা বেড়ে যায়।



ভেজাল

সুদীপ্ত বিশ্বাস



খাচ্ছি ভেজাল মাখছি ভেজাল
হাসছি ভেজাল হাসি,
ভেজাল তেলে ভেজাল চালে
ভেজাল ভালবাসি!

ষোল আনা খাদ মিশিয়ে
বানাই সোনার দুল
তাইতো দেখি খোকার মাথায়
ঠাকুরদাদার চুল!

খোকন সোনার চোখে ছানি
চশমা পরে তাই
নিজের সুখে ভায়ের বুকে
ছুরি মারে ভাই!

ওষুধে ভেজাল, পথ্যে ভেজাল
ভেজাল রোগীর রক্তে
পাদ্যে ভেজাল, অর্ঘ্যে ভেজাল
ভেজাল দেবীর ভক্তে!

বিজ্ঞানীরা চেঁচিয়ে বলেন
ওজোন লেয়ারে গর্ত,
ভেজাল যত দেশের নেতা
ভেজাল তাদের শর্ত!

ভেজাল দেশের ভেজাল
মানুষ
ভেজাল তাদের মনে
উপরে ভেজাল, ভিতরে
ভেজাল
ভেজাল ঘরের কোণে!

ভেজাল শুনে ভেজাল দেখে
ঝাপসা হল দৃষ্টি
কোথায় তুমি হায় ভগবান?
ভেজাল তোমার সৃষ্টি!

ভালোবাসা বাঁধা থাকে

সতীনাথ বৈরাগ্য

বাসে ট্রেনে ভিড় বলে
ছাদ থেকে উড়ে যাবি ছাতনা?
হনুমান, পাখি পারে
মানুষের সেটা সোজা বাত্ না।

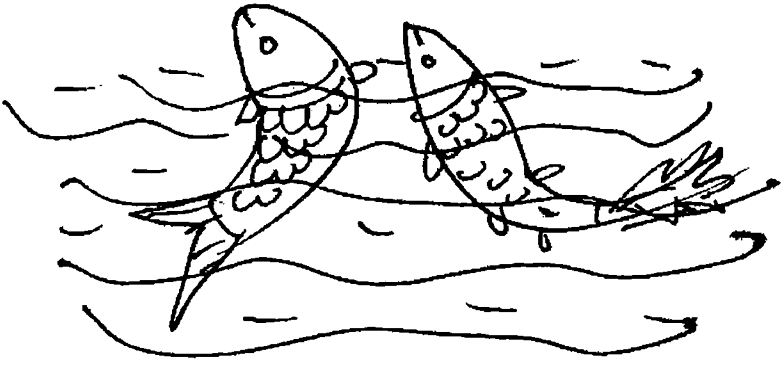
বাড়ি হবে মজবুত
পাথরের খোঁজে তাই ঝালদা
এসে খেল ঝালমুড়ি
ও বাড়ির হরিপদ পালদা।

মন দিয়ে কথা শোন্
কাস্তে না, জায়গাটা কাস্তা,
কয়লার খনি আছে
কচুরিও, পেলে শুনি সস্তা।

সকালে বেরিয়ে পড়
জাহাজে পেরিয়ে নদী হল্দি
টাটকা ইলিশ পেলে
কিনে নিয়ে বাড়ি আয় জলদি।

মাথা কি খারাপ হল
বেলুন ওড়াতে যাবি বেলুড়ে।
আন্ দেখি দাবা বোর্ড,
দেখি, তুই কত বড় খেলুড়ে।

জিভ কেটে লাভ নেই
চাঁচাছোলা কথা চলে চাঁচোলে,
ভালবাসা, জেনে রাখ
বাঁধা থাকে সেটা মার আঁচলে।



স্মৃতি জুড়ে

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ



তুলসী তলায় মাটির প্রদীপ
দমকা বাতাসে ফুস্,
কাঁঠাল তলায় কেউ কী দাঁড়ালো?
চোখের ধাঁধা ও, ধুস্।

কিন্তু কোথায় খচর-মচর
সজিন গাছে কে নড়ে?
পিকলু বললে, কেউ না গাছের
পাতায় শিশির ঝরে।

ঘরের পেছনে কারা গান গায়?
সারা গায়ে শির্-শির্,
আসলে ওখানে আর কিছু নয়
মশা-মাছিদের ভিড়।

ঘরে-ও নিভেছে মাটির পিদিম
শোলোক বলছে ঠাম্,
কেউ তো জানে না আমার কেন যে
সারা গায়ে এত ঘাম?

বড় হয়ে লিখি ভূতের গল্প
ভূতের কবিতা ছড়া,
অথচ তখন ভূতের নামেই
ভয়ে হয়ে গেছি মড়া।

তখন মানে সে ফেলে আসা দিন
ভূতের গন্ধময়,
এখন কাবুর ছেলেবেলা আর
সেই মতনটা নয়।

কেননা ভূতেরা পালিয়েছে সব
বিজলি আলোকে দেখে —
স্মৃতি জুড়ে তবু নস্টালজিয়া
উঁকি মারে থেকে-থেকে!

শুধু গল্প সংখ্যার জন্য
ভালো গল্প পাঠান
— *নীল আকাশ দপ্তর*

নীচু জাত

তুলসী বসাক

এমন স্কুলও আছে নাকি বাঙ্‌লার গাঁয়ে
স্কুলে নীচু জাতির ছেলেকে বসতে হয় ভিন্ন হয়ে,
এমন দোকানও আছে নাকি বাঙ্‌লার গাঁয়ে
হাত ধুতে হয় নীচু জাতকে জিনিষ হাতে দিয়ে,
গাঁয়ের স্কুলে নীচু জাতের কেউ করলে রান্না
খায় না মোটেই কোন উঁচু জাতের পুত্র কন্যা,
নেতা বলেন, সেকি! আমি দেশের প্রধান
শুনিনি তো পুকুরে নীচু জাতকে করতে দেয় — না চান।

রাখাল ছেলে

বিষ্ণু সামন্ত



দূরের মাঠে রাখাল ছেলে
বাজায় বাঁশের বাঁশি,
হাওয়ায় ভাসে মিঠে সে সুর
কে না ভালোবাসি!
রাখাল ছেলে কী-খায় না-খায়
তার কি খবর রাখি?
ভাবছ তাকে রূপকথারই
রাজপুত্তুর নাকি?
রাজপুত্তুর নয় সে মোটে
রাজপুত্তুর নয় —
রাজপুত্তুর হলে কি আর
রাখাল ছেলে হয়!

ভূতো রুগীর ভদ্রতা

শিবাশিস্ দত্ত

এক যে ছিল ভূতের খোকা
তাঁর দাঁতে খুব হল পোকা
বেদম ব্যথায় তিড়িং বিড়িং
কঁকিয়ে কাঁদে কি বিচ্ছিরিং!
ভূতুনি কয় — আহা বাছা
এক্ষুনি যা গরলগাছা
ডাক্তারখানায় দেখিয়ে আয়,
মরবি কেন যন্ত্রণায়?

ভূতের খোকা গেলো ছুটে
রুগী দেখেই আঁতকে উঠে
রাশভারি সেই ডাক্তারবাবু
ভয়ের চোটে হলেন কাবুঃ
কম্পাউন্ডার ভিরমি খায়
অ্যাম্বুলেন্সকে ডাকতে যায় —
ইঁ-অ...ইঁ-অ বাজলো বাঁশি
ভূতের খোকার পায় যে হাসি
হাসির চোটে খুললো দাঁত
ভূতের খোকার জোর বরাত
অপারেশনের ঝক্কি দূর
দাঁতের ব্যাথাও ফুড়ুৎ-ফুর্!!

ডাক্তারবাবু চক্ষু খুলে
দেখেন ভূতো নেই একূলে
মামদো-গেছো সে যে-ই হোক্
সত্যিকারের ভদ্রলোক —
ডাক্তারবাবুর টেবিলে রাখা
ঝাঁ চক্চক্ একশ' টাকা!!

এবার পুজোয়

শিবুভূষণ দাস

দামী জামা দামী কাপড়
চাইনা মোরা পেতে।
পেটটি ভরে যদি মোরা
দুবেলা পাই খেতে।।

আলতা-পাউডার-পুঁথির মালা!
কিছু নাহি চাই।
পড়ার সময় যদি মোরা
বই খাতাটি পাই।।

লিখব পড়ব মানুষ হবো
এই তো মোদের আশা।
এবার পুজোয় তাই চেয়েছি
শুধুই ভালোবাসা।।



পঞ্চপদী ভাবায় যদি

বিমল মৈত্র

১.

হাঁ ক'রলেই মশা ঢোকে, গাইবো কী আর গান?
মশারিতে ঢুকেই বুঝি ধ'রতে হবে তান!
ক'রছি গামা পাধা সাসা —
মশক করে ভোঁভোঁ সাঁ সাঁ,
হুলটি ফোটায় কেউ-বা খাসা, ওষ্ঠাগত প্রাণ!!

২.

বাঘের হঠাৎ শখ হ'য়েছে খাচ্ছে নিরামিষ্য,
সন্ন্যাসী বাঘ এই খবরে জুটলো হাজার শিষ্য।
হাতি ঘোড়া গরু ছাগল
শিষ্য হ'তে সবাই পাগল,
সিংহ মশায় চ'ম্‌কে তাকায়, 'এ কী আজব দৃশ্য?'

৩.

বুড়ো গরু দুধ দেয় না, খাচ্ছে আগেভাগে ;
গয়লা ভাবে পয়লা কথা ময়লা সরাও আগে!
দু'চোখ জুড়ে প'ড়লো ছানি,
ঘরে রেখেই টানাটানি,
ব'ল্‌লে কিছু মারছে গুঁতো, গা জ্ব'লে যায় রাগে!!



আমরা চলি ভেসে

দেবপ্রসাদ বিশ্বাস

জলঙ্গির জল চলছে ভেসে
ভালুক ডাকে ডালে
হাল ধরেছে গাঁও শালিকে
বাতাস লাগে পালে।

ভোরের আকাশ লাল হয়েছে
নিভলো চাঁদের আলো
উঠোন ভরে রোদ উঠেছে
লাগছে দেখে ভালো।

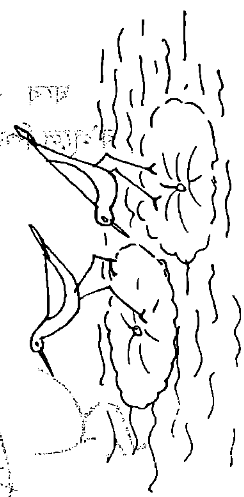


জোছনা রাতে একলা নদী
চলছে হেসে হেসে
জলঙ্গি তার বললো ডেকে
আমরা চলি ভেসে।

পশু-পাখির ভোর

বাপ্পাদিত্য পাণ্ডে

পূব আকাশ রাঙা হতেই সকল পশুপাখি,
কিচির মিচির নানা সুরে করল ডাকাডাকি।
ভোর হয়েছে সেই খুশিতে কাঠবেড়ালি যত
এগাছ সেগাছ শুধু শুধুই ছুটছে অবিরত।
কাল বিকেলে ঝগড়া করে ফিরল শালিক ঘরে
তারই আজই বদলা নেবে সারাটা দিন ধরে।
কাকগুলো তো লোভী খুবই কাজ কম্মো ছেড়ে
একটুখানি খাবার পেলেই যাচ্ছে কেমন তেড়ে।
ওমনি করেই সারাটা দিন থাকবে মেতে তারা
ঝগড়াঝাটি খুশির মাঝেও হয়নি স্বজন হারা।



কুষ্ঠি বিচার

সুমিতকুমার বেরা

কনক পুরের গনক ঠাকুর
গোপাল ডাঙার গোষ্ঠ কাকুর
কুষ্ঠি খানি দেখে,

নাকের ডগায় চশমা এনে
গন্ডা কতক নক্সা টেনে
কলম খানি রেখে —

হাল্কা হেসে বললো শেষে
শনির ছায়া ভাগ্য দেশে
বুধের ঘরে বাধা,

বৃহঃপতির অবস্থানেই
বিচার করার অবস্থা নেই
ভাগ্য যে সব সাদা!

উপায় আমি দিচ্ছি করে
দোষ গুলো সব পড়বে সরে
দুঃখ নিয়ে সাথে,

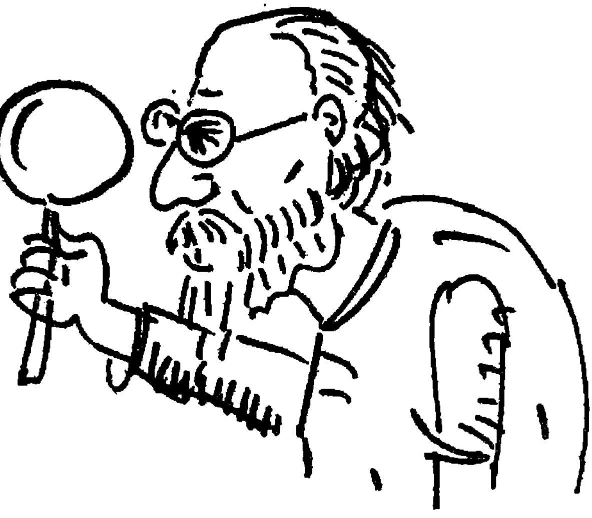
কবচ দেব মন্ত্র পড়ে
একটু তো বোস ধৈর্য ধরে
হাজার টাকা হাতে।

এইনা শুনেই বললো কাকা
থাকলে পরে হাজার টাকা
আসতো কে আর খুড়ো!

গিন্নী আমার রান্না করে
ভাতের থালা আলতো ধরে
সঙ্গে মাছের মুড়ো।।

থাকতো কি আর এমন তাড়া
আসবো আহার নিদ্রা ছাড়া
থাকলে পরে কড়ি!

যাইগে দেখি সময় বুঝে
ঠিক মতো এক সুযোগ খুঁজে
তার পায়েতেই পড়ি।



ভূত-পেতনীর রাজ্যে

প্রদীপকুমার রায়

সেদিন গেছি রাত দুপুরে
বিছানাতে শুতে,
ঘরের ভেতর ঝগড়া করে
পেত্নী এবং ভূতে।
পেত্নী বলে কোন্ আক্কেলে
তুই এলি এখানে,
এটা আমার নিজের বাড়ী
সব ভূতেরা জানে,
ভূত বললে ভূত-পেতনী
শ্যাওড়া গাছে থাকে,
কিনে যারা মাছ নিয়ে যায়
তাকেই তারা ডাকে।
ঐখানে বেল গাছে থাকেন
বেম্মদত্যি দাদা
তিনি পাড়ার মুরুব্বী লোক,—
মানুষ সিধেসাদা,
তিনিই এসে সবটা শুনে
দেবেন বিচার করে।
তুই না আমি কোন লোকটা
থাকবো রে এই ঘরে?
বিপদ দেখে যেই না আমার
রামধনু গান-গাওয়া।
তাকিয়ে দেখি — ঘর থেকে সব
ভূত পেতনী হাওয়া!!





ভূত কথা

নিতাইচন্দ্র রজক

ভূত থাকে এক ছাতিম গাছের ডালে
হাসতে গেলে টোল পড়ে তার গালে,
ক্যাওড়াতলার শ্যাওড়া গাছে
মগডালে সে রোজই নাচে ;
দু'হাত তুলে নাচে গানের তালে তালে।

উড়ে বেড়ায় নীল আকাশের গায়ে
জিরিয়ে নেয় মেঘের ছায়ে ছায়ে
রাতে ছোটে ফাঁকা মাঠে
খাল-বিল-পুকুর ঘাটে
সাতসকালে চান করে এক খালে।

লুকিয়ে থাকে কাঁটা ঝোঁপের আড়ে
সুযোগ পেলেই চাপে কারো ঘাড়ে
শিকার ধরে পেলে বাগে
চামড়াটা তার ছালে আগে
মুণ্ডু চিপে ধরে বারেবারে।

স্মৃতি

সুচিত চক্রবর্তী

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি আজও
গা ভাসিয়ে ভাসে
দু'চোখ মেলে উদাস হয়ে
তাকাই সবুজ ঘাসে।

নানান্ ঘাসে চেয়ে চেয়ে
ভোরের আলো মাখি
আকাশ পাড়ে পাখির শিসে
মনটা বেঁধে রাখি।

দূরের আকাশ পেঁজা তুলো
উড়িয়ে দিলো যখন
প্রজাপতি, অলি এলো
ফুলের রাজ্যে তখন।



ঝামেলা

বিকাশচন্দ্র দাস

রায়েদের পামেলা
করে খুব ঝামেলা,
কাছে গেলে গলা ছেড়ে
বলে, সা-রে-গা মেলা।

হা-হা ক'রে সারাদিন
মেতে থাকে খেয়ালে,
সেই শুনে বন থেকে
ছুটে আসে শেয়ালে।

ঠুংরিতে হাত পাকা
নাচে ভাল নূপুরে,
থাকে না যখন কেউ
ঠিক ভরদুপুরে।

ব্যথা ভুলে হাত খুলে
সুর তোলে গিটারে,
শুনে জল জমে যায়
জ্বলন্ত হিটারে।

আশেপাশে ধেয়ে আসে
যত নেড়ি কুকুরে,
বাঁচতে যে শেষ কালে
ঝাঁপ দেয় পুকুরে।

তাকে পেয়ে মাছগুলো
শুরু করে নাচতে,
জলে থাকা সব ব্যাং
থাকে জোরে হাঁচতে।

আকাশকে

কনক ঠাকুর

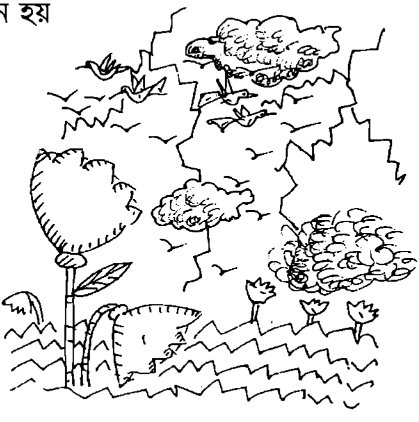
এই আকাশ, কেমন আছিস তুই
আমি একটুও নেই ভালো
কবের থেকে নেই যে বাড়ি
চৈতালি আর আলো।
মনটা আমার ভীষণ খারাপ
তোকেই শুধু বলি
দিদার দেওয়া নাকছাবিটা পাচ্ছি না রে
খুব খুঁজেছি এঘর ওঘর
এই গলি সেই গলি।

থাক সে কথা, তোকে আমার খুব মনে হয়
রাত্রিটা তোর মন ভোলানো
দিনের বেলায় নীল বোলানো
কী অপরূপ, কী মধুময়
আজ বিকেলে লিখছি তোকে
তোর দেওয়া সেই খামে
আমার দেওয়া নামে।

আমার কথা

সুকান্ত সরকার

চটপট কাজ করি
হুট-পাট বলি
কথা কম কাজ বেশী
এই মতে চলি,
বাবা-মা'র কথা শুনি
মন দিয়ে পড়ি
গুরু-জনে ভালোবাসি
জীবে সেবা করি।



দুর্গা আসেন

রামচন্দ্র ধাড়া

দুর্গা আসেন বঙ্গ দেশে, সঙ্গে থাকে ছেলে মেয়ে।
বাঙালীরা ভীষণ খুশি সপরিবারে মাকে পেয়ে।
কাশ ফুল তার নাড়ায় ঝুঁটি
সাদা মেঘের ছুটোছুটি ;
পথেঘাটে বাউলেরা আগমনী উঠছে গেয়ে।

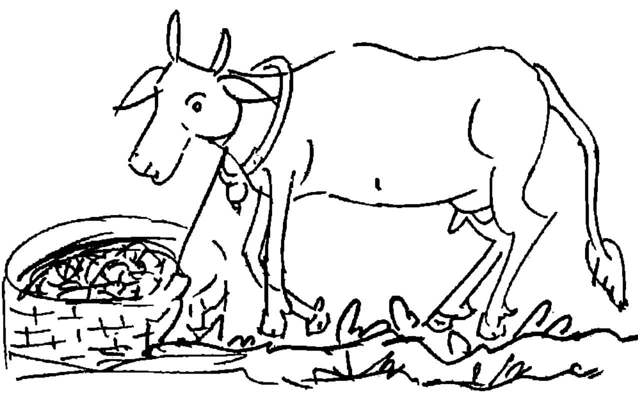


ট্যাঁপা

চঞ্চল নস্কর

আমার মেজো মামা একটি নই বাছুর আমাদের দান হিসাবে দিয়েছিল। আমার মা সেই নই বাছুরটি পোষ মানান। মা যেমন আমাদের স্নেহ-আদর দিয়ে লালন-পালন করেছেন, তেমনি শিশুর মত মা ও তাকে লালন-পালন করতে থাকেন।

তারপর ধীরে ধীরে বাছুরটি পূর্ণাঙ্গ বড় গরুতে পরিণত হয়। মা তাকে এমন করে পরিচর্যা করতে থাকেন যে, দেখে মনে হবে যেন বড্ড বেশী যত্ন নেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিন গরম জলে নুন মিশিয়ে তাকে খেতে দেন। এত যত্ন প্রতিবেশীরা তাদের পশুদের করে না। তাই গরু পালনে মা আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে গেল।



আবার মা আদর করে তার নাম রেখেছেন টেঁপি। টেঁপির পেট থেকে একটি এঁড়ে বাছুর হয়, তার নাম রাখা হয় ট্যাঁপা। ট্যাঁপার গায়ের রঙ লাল। বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। ধীরে ধীরে ট্যাঁপা বড় হতে লাগলো।

ইতিমধ্যে বাড়ীতে নতুন বউ এলো। গরুর লালন-পালন বউটি করতে চাইলেও মায়ের ঠিক পছন্দ হলো না। যাই হোক গরু পালন নিয়ে শাশুড়ী-বৌমার একটা গণ্ডগোল, তখন থেকে লেগেই ছিল।

একদিন ট্যাঁপাকে আর দেখতে পেলাম না। শুনলাম প্রতিবেশী বিধুদেরকে মা দান করেছেন। শুনে আমার ভালো লাগলো না। তাই নিয়ে বাবা-মায়ের

সঙ্গে অশান্তি হয়। বাবা বললেন — ট্যাঁপা আমাকে দেখে গা চাটতে আসে, বেশ পোষ মেনে ছিল। তাকে দান করার প্রয়োজন কী? অবশ্য বিধু নাকি মা কে বলেছিল — হালের কাজে লাগাবো ট্যাঁপাকে। এই কথা শুনে বাবা একটু আস্বস্ত হয়।

কিন্তু, অতীত দিনের কথা হচ্ছে যে, এই বিধুরা নানাভাবে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিল, ব্যাপারটা তখন চাপা পড়ে গেল।

বছর খানেক পর একদিন সকালে শুনলাম, আমাদের ট্যাঁপা মরণাপন্ন। প্রথমত আমি শুনে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। পরে শুনলাম বিধু ট্যাঁপাকে খুব খাটাতো। প্রয়োজনীয় খাদ্য দেয়নি। অবশেষে তার শরীর খারাপ হয়ে যায়।

সেদিন সকালে ট্যাঁপার অবস্থা খুব খারাপ হয়। ডাক্তার আসে, কিন্তু শেষ রক্ষা আর হয়নি। বিকালেই ট্যাঁপার মৃত্যু হয়। ট্যাঁপার মৃত্যুর খবরে বাবা খুব হতাশ হয়েছিল, আমারও খুব মন খারাপ করেছিল।

তারপর থেকে অনেক বাছুর মা লালন পালন করেছেন। কাছাকাছি আত্মীয় স্বজনের কাছে বিনা পয়সায় দানও করেছেন।

ইদানীং মা বেশ কিছু গরু বিক্রি করেছেন, কিন্তু তেমনভাবে কেউ মনে দাগ কাটে নি। তাই সেই লাল গরু ট্যাঁপার কথা আজও মনে পড়ে যায়।



পাঁচুগোপাল

সোমনাথ চক্রবর্তী

পাঁচুগোপাল হালদার
কাঁচুমাচু মুখ
মাছ বেচে, নাচ দেখে
হাসে, 'খুক্-খুক্'।

কালিদাস দাদা তার
বেঁটেখাটো খুব
বউ তার বারো বার
গাঙে দেয় ডুব।

ভগা জেলে বাপ তার
রোগা ক্ষয়কাশ
'খক্-খক্' কাশে রাতে
চুরি করে বাঁশ।

সেই বাঁশ কাঁধে নিয়ে
হাঁসখালি যায়
ধরা পড়ে মার খায়
জেলে থেকে যায়।

ভাই তার সুকুমার
ভালো কারবার
ঘরে ঘরে চুরি করে
খায় খুব মার।

মার খেয়ে দেশ ছাড়ে,
যায় পানাগড়
পুলিশের তাড়া খায়,
খায় থাপ্পড়।

মানকড়ে চুরি করে
চলে গেল মান।
বনগাঁয় দেখলাম
কাটা তার কান।

কেঁদে বলে সুকুমার,
'দুঃখ তো নাই।
আজকাল ট্রেনে চড়ি
টাকা-কড়ি পাই।'



তুমি নজরুল

বাপ্পা দত্ত

খোয়া গেছে সব যায়নি খোয়াব নজরুল-নজরুল,
ইঁটের পাঁজরে রয়েছে বেঁচে এই যে কুলি মজুর
সাম্যের গান বলে অভিযান মিঠাই মনের রেশ
মিটেছে যে কিছু বিদ্রোহী বাণী অগ্নিবীনার শেষ।
ধর্মের নামে অকেজো গোঁড়ামি স্তব্ধ হল আজ
তোমার পরশে মাতৃভূমি ধন্য বিশ্ব মাঝ,
জীবন যুদ্ধে ঘুরেছো তুমি অনেক কিছুই এঁকে
পেয়েছো দিশা অবশেষে তুমি মুক্তির পথে বেঁকে।
তুমি যে মহান তুমি মহীয়ান ধূমকেতু যে তুমি
বিদেশী হাওয়া বদলে দিয়েছে শান্ত এখন ভূমি
তোমার ডাকে যোগ দিয়েছে ছাত্র-কৃষক-সমাজ
হার মেনেছে শাসক প্রভু ইংরেজ মহারাজ।
তোমার নামে প্রাণে দেয় দোলা, মিথ্যে কথা ভুল —
সার্থক নাম তব তুমি বিদ্রোহী নজরুল।।



জানতে হবে

প্রতি বছরের মতো এবারেও ঘোষিত হল বিভিন্ন বিষয়ে নোবেল পুরষ্কার, নোবেল কমিটি নোবেল পুরষ্কার, নোবেল শান্তি দিল তিন মহিলা নেত্রীকে, যারা নিজ নিজ দেশের শান্তি কামনার আন্দোলনে, প্রতিবাদী কন্ঠস্বরে সোচ্চার প্রাণ, নারী আন্দোলনের পথিকৃৎ।

এলেন জনসন - স্যরলিফ —

নোবেল কমিটি শান্তি পুরস্কার দিল অবিসংবাদিত এই নেত্রীকে, লাইবেরিয়ার প্রেসিডেন্ট এলেন জনসন - স্যরলিফ, নারী আন্দোলনের নেত্রী, সেই দেশের নারী আন্দোলনে যার ভূমিকা অনস্বীকার্য, এখানে গৃহযুদ্ধের কবল থেকে বেড়িয়ে গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছিল। আফ্রিকার ভূখণ্ডে এই প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট, ২০০৫ সালে ভোটে জিতে ক্ষমতা আসেন স্যার লিফ, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির কৃতী-ছাত্রী। তিনি গৃহযুদ্ধের সময় জেলেও বন্দী ছিলেন। বরাবরই তিনি নারী স্বাধীনতার পক্ষে। পুরুষদের সাথে নারীরাও রাজনীতিতে আসুক, এটা তিনি মনেপ্রাণেই চান। আগামীতে তিনি আবার ভোটপ্রার্থী।

লেমা জিবোউয়ি —

লাইবেরিয়ার আরেক নেত্রী লেমা জিবোউয়ি। গৃহযুদ্ধের সময় নারী ও শিশুদের সংগঠিত করে তাদের রক্ষা করতো। ২০০২ সালে ৩০ বছর বয়সে মুসলিম ও খ্রীষ্টান মেয়েদের একত্রিত করে গঠন করেছিলেন - উইমেন ফর পিস। তারা পথে-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে গান গাইত। মেয়েদের ও শিশুদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসতো। অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে অবলীলায় ঘোষনা করতে পারতো যৌণ হরতাল। এমনই সাহসী মহিলা লেমা। গণতন্ত্র ও নারী স্বাধীনতা রক্ষায় লেমা প্রতিবাদী মুখ।

তাওয়াকুল কারমান —

নোবেল শান্তি এঁদের সঙ্গে আরেকজন পেয়েছেন যৌথভাবে — তিনি তাওয়াকুল কারমান। আরব দুনিয়ায় বসন্তের দূত তাওয়াকুল কারমানকে পুরস্কার দিয়ে নোবেল কমিটি ইয়েমেনের নারী আন্দোলনকেই সমর্থন করেছে। স্বৈরতন্ত্রের অবসান চেয়ে ইয়েমেনে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে। প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ খালেহ কে গদি ছাড়া করার জন্য আন্দোলন চলছে। এখনো পরিবর্তন আসেনি। পেশায় তিনি সাংবাদিক, তিন সন্তানের মা। পরিবর্তনের দাবীতে

তিনি এখনো সোচ্চার। আসলে তিন কন্যাকে পুরস্কার দিয়ে নোবেল কমিটি সারা বিশ্বজুড়ে মহিলাদের বার্তা দিল। এর আগেও অবশ্য অনেক মহিলাই এই পুরষ্কার পেয়েছেন।

সাহিত্য নোবেল —

এ বছর সাহিত্যে অসামান্য কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরষ্কার পেলেন সুইডিশ কবি টমাস ট্রান্সস্ট্রোয়েমার। যাঁর সাহিত্যে আবেগ। বিচ্ছিন্নতা বার বার ফিরে আসে।

কবিতা — অনেক কিছুরই না বলা অনুভূতির প্রকাশ, আর এই প্রকাশকে সহজ ছন্দে, সহজ ভাষায় ব্যবহার করে কবিতা প্রেমীদের মন কেড়েছেন এই কবি। অনেকেই কবিতায় কঠিন শব্দ ব্যবহার করে কবিতার রসকে দুর্বোধ্য করে দেন। কিন্তু এই সুইডিশ কবি ভিন্ন। তার কবিতায় আছে সহজ শব্দের ব্যবহার। ৫০টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে এই কবির কবিতা। ১৯৩১ সালে স্টক হলমে জন্ম। ১৯৫৬ সালে স্নাতক। প্রথম কবিতার বই 'সেভেনটিন ডিকটের'। তাঁর লেখায় বর্ণিত হয়েছে সুইডেনের রঙীন ঋতুর কথা, প্রকৃতির কথা। শীতের মরসুমের কথা। তাঁর কবিতায় পাওয়া যায় আলো-আঁধারের কথা, বাইরের সঙ্গে অন্য জগতের কথা। সুইডেনের এই কবি তাই সুইডেনের মানুষের কাছে অতি প্রিয়।

তথ্যসূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা, তাং - ৮/১০/২০১১

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল —

মানব শরীরে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কীভাবে কাজ করে তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য বিশ্বের তিন বিজ্ঞানীকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার ঘোষণা করলেন নোবেল পুরষ্কার কমিটি। তারা হলেন ব্রুস বিউটলার, রাল্ফ স্টেইন ম্যান, জুলেস হফম্যান, তাদের গবেষণার বিষয় ছিল রোগ প্রতিরোধে নতুন টীকা তৈরী, সংক্রামক রোগের উন্নত টীকা আবিষ্কার, ক্যান্সার এর বিষয়ে আরো গবেষণা, কিন্তু এরই মধ্যে জানা যায় যে — বিজ্ঞানী স্টেইনম্যান কয়েকদিন আগেই মারা গেছেন।

* ভারতের রাষ্ট্রপতি ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিনকে (৫ই সেপ্টেম্বর) শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়।
* ১৯৯৪ সাল থেকে ৫ই অক্টোবর তারিখটিকে বিশ্ব শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হচ্ছে।

মালিপাখির গুচ্ছ ছড়া

আর একটা পথ জুড়ে

হরিণ তুমি গান দেশলাই
হরিণ তুমি মনে,
গান ঢেলেছো, বুঝেছি তাই
ঢেউ ওঠে ঘাস বনে ...।

হরিণ তুমি রামধনু হার,
হরিণ তুমি সোনা
তোমার চোখে ওড়না আমার
শিখেছে ঢেউ গোনা ...!

ঢেউ তো মাসি, দুল প'রে সে,
চুল খুলেছে, চুলে
একটি তারা হাওয়ায় ভেসে
নেমেছে পথ ভুলে ...!

হরিণ তুমি গান আঁকো যেই
অমনি আলোর ঝুরি,
ঝমঝমিয়ে বাজে বলেই
আর একটা পথ জুড়ি ...!

পারুল বোনের দেশে

একটা আমি খুশির সানাই
হইযে বকুল মাসে!
তাই নাকি রোজ যুঁই নদীটি
গান শোনাতে আসে!!

গানের দেশের ফুল তলা ঘর
হাততালি দেয়ে নাচে!
চরকা বুড়ি সেই খুশিতেই
একলা সুতো কাটে!!

কাটতে কাটতে সময় না ঠিক
হরিণ মাঠের আলো!
চিচিকিয়ে বলতে থাকে
বুকের প্রদীপ জ্বালো!!

প্রদীপ! নাকি রূপকথা হাঁস
হাওয়ায় ভেসে ভেসে ...!
হাসতে হাসতে যায় নিয়ে ফের
পারুল বোনের দেশে ...!!

বহুরূপী

আজকে এলেন ফুলবাবুটি
কালকে করিম চাচা ;
পরশু বলে গয়লানী বউ
দুধ নেবেগো বাছা?

তোরশু হঠাৎ রাবণ রাজার
ছুটলো হাসি সেকি!
হাসতে হাসতে রাত ফুরোলেই ...
একটা হালুম দেখি!!

ল্যাজটি ভাঙা? হোক না তা ভাই,
দিব্যি নেড়ে দাড়ি ;
হালুম হুলুম চোখ রাঙিয়ে
ঢুকছে বাড়ী বাড়ী!!

সত্যি হালুম? কক্ষণো নয়,
লোকটা আগে পরে ;
মিষ্টি ছবি আঁকতে আঁকতে
স্বপ্নে আকাশ ধরে ...।

লোকটা তবে   তাও জানো না?
শুনবে চুপি চুপি?
আয়না দেখে রূপ গড়ে রোজ,
লোকটা 'বহূরূপী'!!

মাছকে ভাবেন পাখি

বুবাই, গুরো কোথায় গেলি?
আয় দেখে যা এসে!
ঘটছে যে সব আজব ব্যাপার
বলবো কি আর দেশে!!

দ্যাখনা কেমন খাটিয়ে মাথা
মাছরা নদী ছেড়ে!
মনের সাধেই মেঘের ভিতর
উড়ছে ডানা নেড়ে!!

বলছি, খুড়োর বয়স টা ষাট
মগজটা বেশ ফাঁকা!
কাগজ কেনেন রোজ গোটা পাঁচ
অঢেল আছে টাকা!!

মাছ কোনো দিন উড়তে পারে?
কেউ দেখেছিস নাকি?
কাগজটি কে ঘুরিয়ে তিনি
মাছ কে ভাবেন পাখি!!

হাতি কথা

হাতি হাটে ছাতি খুলে
সুতো কাটে চরকায়!
রাচি গেলে হাঁচি পেলে,
ছাঁচি পানে সরখায়!!

বোঁদে ভরা হাঁড়ি পেলে
খালি রোদে গড় খায়,
দেখে শুনে ভাসি বাসি
মাসি, পিশি ভড়কায়!!

পরচুলাটি খুঁজতে গিয়ে

টাক থাকলেই সবাই কেন
হিসেব বাড়ান টাকার?
এই কথাটাই ভাবতে গিয়ে
টাক বেড়েছে কাকার!!

তাইতো শেষে পরচুলাটি
খুঁজতে গেলেন ঢাকায়!
খুঁজতে গিয়ে বিধলো কাঁটা
বাই সিকেলের চাকায়!!

তোমারই জয় হোক

রাতের মতন জেগে থাকে চিলে কোঠার ঘর।
এবং কবির মাথায় বাড়ে কালবোশেখির ঝড়।
চায় কি কবি? নিজেই নিজের ছিঁড়তে থাকে চুল।
চিলে কোটার ঘরটি এখন দুঃখতে মশগুল
ঘরের ভিতর শব্দ নাচে। কবির চোখে জল।
ভালোবাসায় সেই তারাটি হ'য়েছে উজ্জ্বল ...।
সেই তারাটি ভীষণ ভালো, সেই তারাটি বেশ।
ব'ললে কবি লিখতে থাকো এইতো রঙের দেশ।
এইতো আমার রঙীন জামা, এই তো আমার চোখ
ছড়িয়ে দিলাম পাতায় পাতায় — তোমার-ই জয় হোক।

রাকা বললে

রাকা ব'ললে জলছবি হই,
আমির ভিতর যাই হারিয়ে
রাকা ব'ললে ঝুমঝুমি হই
ছড়িয়ে দিয়ে সাজিয়ে রাখি
রাকা ব'ললে মেঘবাড়ি হই,
হাসতে হাসতে পাতায় পাতায়
রাকা ব'ললে রূপকথা হই,
পরিয়ে দিয়ে সবার হাতে
রাকা ব'ললে ধানবেলা হই
আবার বলি ভালোবাসার
রাকা ব'ললে আমি -
ছেলেবেলার আমি।
রাকা ব'ললে ডানা
পুরো ভুবনখানা।
রাকা ব'ললে হো হো
লিখি প্রীতির মোহর।
রাকা ব'ললে রাখী
আলো আকাশ আঁকি।
রাকা ব'ললে, দাঁড়াও
এসো দু'হাত বাড়াও।

জবাব বটে

দু-এ, দু-এ পাবি কিরে
বল দেখি হাঁদা?
হাঁদা বলে, শোনো দাদা
নই আমি গাধা!!

বাজে কথা ব'লে শেষে
খাই কেন চাঁটি?
জানি গরু দুয়ে দুয়ে
দুধ মেলে খাঁটি!!

ঘোড়ার জবাব

শ্রীধর বাবু
হাটের থেকে
কিনেই ঘোড়ার
কান ধরে!

পৌঁছে গেলেন
নিজের গৃহে
আট মিনিট-ই
রান করে!!

ঘোটক তখন
নাড়িয়ে দু-কান
বললে রেগেই
উর্দুতে!

আনুন তো জল
পঁচিশ পিপে
লাগবে আমার
ক্ষুর ধুতে!!

CHOTODER NIL AKASH | 8th Year | October 2011 | ₹ 20/-

সমস্ত

শিশু

যেন

শিক্ষার

সুযোগ

পায়।

কেউ যেন বিদ্যালয়ের বাইরে না থাকে।

— এই অঙ্গীকার দৃঢ় হোক

'হৃদম্' সংস্থার সম্পাদক - রমেন্দ্র নারায়ণ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত
ও কৃষ্ণনগর বাণী প্রেস থেকে মুদ্রিত।